উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতি

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
রাজা রামমোহনপুর, দার্জিলিং - ৭৩৪০১৩
রেজিঃ নং - ২১১৫৪

৫১তম বার্ষিক সাধারণ সভা

(প্রথম বর্ষ)

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন

(খসড়া)

স্থান ঃ রবীন্দ্র-ভানু মঞ্চ

তারিখ ঃ ৩১শে মে, ২০১৯

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতি
রাজা রামমোহনপুর, দার্জিলিং

৫১তম বার্ষিক (প্রথম বর্ষ) সাধারন সভা

সংগ্রামী প্রিয় বন্ধুগন,

সভাপতি, কার্যকরী সভার সদস্য/সদস্যাবৃন্দ ও সকল প্রতিনিধিকে অভিনন্দন জানিয়ে সমিতির কার্যকরী সভার পক্ষ্য থেকে ৫১তম বার্ষিক (প্রথম বর্ষ) সাধারন সভার খসড়া প্রতিবেদন পেশ করছি।

সভার শুরুতেই আমরা বেদনাচিত্তে স্মরন করছি আমাদের সমিতির স্বর্গীয় সদস্য/সদস্যাগনকে যারা কর্মরত অবস্থায় প্রয়াত হয়েছেন ।

এছাড়া আমরা বেদনাচিত্তে স্মরন করছি আমাদের সমিতির সদস্য/সদস্যাগনকে যারা অবসরকালিন অবস্থায় প্রয়াত হয়েছেন । আমরা বেদনাচিত্তে স্মরন করছি যে সব মনিষী, বীর সৈনিক ও সুরক্ষা কর্মী, রাজনীতিবিদ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি যাদেরকে আমরা বিগত এক বছরে হারিয়েছি, এর সাথেই আমরা স্মরন করছি তাদের যারা বিগত এক বছরে বিভিন্ন দূর্ঘটনায়, প্রাকৃতিক দূর্যোগে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ও সন্ত্রাসবাদী হামলায় নিহত হয়েছেন ।

আর্ন্তজাতিক পরিস্থিতি : - সারা দেশে আজ ধনতন্ত্র ও মন্দাজনিত সঙ্কটে আচ্ছন্ন । উন্নত দেশগুলির সাথে সাথে উন্নয়নশীল দেশগুলোকেও আজ অর্থনৈতিক মন্দা ক্রমাগত গ্রাস করে চলেছে এবং সারা বিশ্বেই বিগত দুই দশক ধরে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের প্রভাবে এই অর্থনৈতিক সংকট ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এই বিশ্বায়নের প্রভাবে বাড়ছে ধনবৈষম্য এবং ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে চলেছে অধিকাংশ সাধারন মানুষের ক্রয় ক্ষমতা । এই সাধারন মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমে যাওয়া ও প্রভাব ফেলছে উন্নত ও উন্নয়নশীলগুলোর দেশ গুলোতে । উন্নত দেশগুলোর সম্পদ আত্মসাৎ এর প্রবনতা সারা পৃথিবীতেই অর্থনৈতিক অসাম্য তৈরী করে চলেছে । সারা বিশ্বের মোট বেতনের মাত্র ২.২ শতাংশের হাতে পৃথিবীর মোট আয়ের ৭০ শতাংশর ও বেশী ।

সারা পৃথিবীতেই বেড়ে চলেছে নিত্য প্রয়োজনীয় পন্যের ওপর করের বোঝা । হ্রাস করা হচ্ছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল ও সড়ক যোগাযোগের মতো পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য সরকারী বরাদ্দ । ক্রমাগত বাড়ছে বেকারী আর কমছে শ্রমিক কর্মচারীর বেতন। বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের পেনশন ।

পুজীবাদী পথে উন্নয়নের স্বাভাবিক প্রবনতা হল সবোর্চ্চ মুনাফা করা । এই মুনাফা তৈরী করার অদম্য ইচ্ছা ও উদগ্র বাসনায় পুঁজিবাদ মানুষকে ক্রমাগত করে তুলছে নিস্ব । পৃথিবীও আজ শ্রমশক্তি কর্মহীনতার সঙ্কটে জর্জরিত । সারা পৃথিবীতেই এই কর্মহীন শ্রমশক্তিকে পুঁজি

করেই শ্রমিক কর্মচারীর মজুরীর স্থিরতা হ্রাস করা হচ্ছে । বাড়ছে Contractual, Part Time, Dailywage শ্রমিক কর্মচারীর সংখ্যা। সারা বিশ্বব্যাপিই Artificial Intelligence-র ব্যাবহার ও প্রসার আগামী দিনে "White color employees"-দের কাজও কমিয়ে দেবে ।

এমন পরিস্থিতিতে, সারা পৃথিবী জুড়েই সাধারন মানুষ, শ্রমিক কর্মচারীরা সমিল হয়েছে বিক্ষোভে । শ্রমের অবনমন ঠেকাতে ও জীবন জীবিকা রক্ষার তাগিতে এই পুঁজিবাদী ব্যাবস্থার বিরুদ্ধে জনমত তৈরীর ক্ষেত্রে বাধ্য হয়েই পথে নামছে সাধারন মানুষ - সারা বিশ্ব জুড়েই ।

জাতীয় পরিস্থিতি : সারা দেশে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে একটি রাজনৈতিক দল এবারের লোকসভা (২০১৯) নির্বাচনে জয়লাভ করলো । এই দলই বিগত দিনে দেশের ক্ষমতায় থাকলেও লাগামছাড়া নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি, লাগামছাড়া বেকারী - সব কিছুই দেশে বর্তমান । কর্পোরেট পুঁজিপতিরা দেশের অর্থনীতিতে জাকিয়ে বসেছে - দেশের সব রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থাগুলোতে বিলগ্নীকরন করার চেষ্টা করা হচ্ছে । দেশের বিভিন্ন ব্যাঙ্কগুলোকে আজ এক করে দেবার চেষ্টা শুরু হয়েছে । Demonitisation ও G.S.T-র মাধ্যমে দেশের GDP- তে বাড়ানো গেলনা বরং দেশে কর্মহীনতা বৃদ্ধি পেল । অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মসংস্থানে অস্থিরতা তৈরী হলো এবং বহু ছোট ছোট উদ্যোগ ও শিল্প বন্ধ হয়ে গেল । আজ বেকারীত্ব শতাংশের হিসেবে সর্বাধিক । সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারী বরাদ্দ কমানো হচ্ছে - বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে Jio University-র, বাস্তব রুপ পাবার আগেই। কৃষিক্ষেত্রে র্ভতুকি কমানো হচ্ছে - গরীব মানুষের উপর বাড়ানো হচ্ছে করার বোঝা । গরীব মানুষকে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট-এ নুন্নতম ব্যালান্স রাখতে হচ্ছে - তা না হলে তার টাকা কেটে নেওয়া হচ্ছে। দেশের সম্পদ লুট করে কতিপয় অসাধু কর্পোরেট পালিয়ে যাচ্ছে, কর্পোরেটদের ঋণ মাফ করা হলেও কৃষিঋণে জর্জরিত কৃষককে তার ঋণের ভার নিয়ে আত্মহত্যায় বাধ্য হতে হচ্ছে । P.F. -এ ক্রমাগত সুদের হার কমানো হচ্ছে । সরকারী দায়ভার কমানোর জন্য স্থায়ীপদ ফাঁকা রেখে অস্থায়ীভাবে কর্মচারী নিয়োগ করা হচ্ছে । উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে স্বাধীনতার পর থেকে যে সংস্থা সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছে সেই UGC-কে তুলে দেবারও চেষ্টা চলছে । বিগত সরকারই এই সংক্রান্ত Draft Bill তৈরী করে ফেলেছিল, এবার হয়তো UGC -কেও ইতিহাস হয়ে যেতে হবে এবং দেশের কর্পোরেটরাই দেশের শিক্ষা ব্যাবস্থা পরিচালনা করবে - এমন ব্যাবস্থার পথেই দেশ অগ্রসর হচ্ছে । শিক্ষাকে সাধারন মানুষের নাগালের বাইরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে ।

এই কর্মী সংকোচন, ভর্তূকি হ্রাসের বিরুদ্ধে, সাধারন শ্রমিক কর্মচারীদের স্বার্থ রক্ষার্থে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে । সংগঠিত, অসংগঠিত, স্থায়ী অস্থায়ী সর্ব স্তরের শ্রমিক কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনগুলোকে আরও জোরদার করার মধ্যদিয়ে এই সংকটকে মোকাবিলা করতে হবে। তাই All India University Employees Confederation - কে আরও শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে রাজ্য সরকারের অবস্থান : ২০১১ সালের সরকার পরিবর্তনের পর বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে রাজ্যের অবস্থান পাল্টে গেছে । রাজ্যের সরকার বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর শিক্ষক ও কর্মচারীদের দমন করতে আইন পাশ করায় বর্তমান শাসক দল । বিশ্ববিদ্যালয়ের EC থেকে কর্মচারীদের প্রতিনীধি বাদ দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় Court-এ কর্মচারী প্রতিনীধিত্ব আন্দোলনের মাধ্যমে পাওয়া গেলেও রাজ্যের শাসক দলের চাপে বিশ্ববিদ্যালয়ে Court Election এখনো করানো হয়নি । বিশ্ববিদ্যালয়ের EC-তে কর্মচারী সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলির ক্ষেত্রে সরকারী আদেশনামাকে মান্যতা না দিয়ে কতৃপক্ষ্য তার নিজস্ব মতামতকেই আইন বলে কর্মচারীদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। কর্মচারীদের DA-র অধিকার হরন করার পর কর্মচারীদের বেতন সংশোধনের বিষয়টিকেও শীতঘুমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে । সারা দেশে DA পাবার ক্ষেত্রে এই রাজ্যের কর্মচারীরা সবচেয়ে পেছনে অবস্থান করছে । দেশের অন্যান্য রাজ্যের বেতন সংশোধন করা হয়ে থাকলেও এই রাজ্যের কর্মচারীরা আদৌ সংশোধিত বেতন পাবেন কিনা তা নিয়েও যথেষ্ঠ সন্দেহ থেকে যাচ্ছে ।

রাজ্যে নিয়োগ প্রায় বন্ধ যদিও বা কিছু ক্ষেত্রে নিয়োগ হচ্ছে, তবে তার নৈতিকতা ও বৈধতা নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন উঠছে । মেস স্টাফদের Dying Cadre ঘোষনা করে মেসে নতুন নিয়োগ স্থায়ীভাবে বন্ধ করা হয়েছে । বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে রাজনৈতিক ভাবে অস্থির করে তোলা হচ্ছে, ফলত বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন পাঠন সহ সামগ্রিক পরিস্থিতির ক্রমাগত অবনতি হচ্ছে । বর্তমান পরিস্থিতি এই রাজনৈতিক অস্থিরতাকে আরও বাড়িয়ে তুলছে । এই পরিস্থিতিতে কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ থেকেই শাসকের কাছ থেকে কর্মীদের ন্যায্য পাওনা আদায়ের ক্ষেত্রে আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে ।

পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী যুক্ত সংগ্রাম পরিষদ ও সমিতির ভুমিকা :

১। রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারীদের জন্য অবিলম্বে বেতন কাঠামো সংশোধন, বকেয়া DA, শুন্যপদ পূরন, সমকাজে সমবেতন প্রভৃতি নিয়ে প্রতিনিয়ত আন্দোলনে JCA সদার্থক ভূমিকা পালন করে চলেছে এবং আমাদের সমিতিও এই আন্দোলনগুলোতে সব সময় সামিল হয়েছে।

২। বিগত ১৪.০৭.২০১৮ তারিখ, কলকাতার সত্যপ্রিয় ভবনে JCA-র চতুর্দশ রাজ্য সন্মেলন অনুষ্ঠিত হয় । মূলত বেতন সংশোধন, বকেয়া DA, DIH Category -তে নিয়োগ, Health Scheme, সমকাজে সমবেতন প্রভৃতি দাবীগুলো নিয়ে আগামী আন্দোলনের রূপরেখা তৈরী হয়।

৩। JCA-র ডাকে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো আমাদের সমিতিও কেরলের বিধ্বংসী বন্যার সাহায্যার্থে ২৭,১৭২/- টাকা JCA-র সম্পাদকের হাতে তুলে দেয় । JCA-গতভাবে সর্ব মোট ২,০০,০০০/- টাকা কেরলের মূখ্যমন্ত্রীর তহবীলে দান করা হয় ।

৪। বিগত ১৭.১২.২০১৮ তারিখে JCA-র ডাকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সমিতির সাধারন সভা অনুষ্ঠিত হয় । এই সভায় মূলত কলকাতার ওয়াই চ্যানেল -এ কর্মচারীদের দাবীগুলো নিয়ে অবস্থান বিক্ষোভের সিদ্ধান্তের (JCA) সাথে সহমত পোষন করা হয় । সভায় উপস্থিত ছিলেন JCA-র সাধারন সম্পাদক শ্রী অন্জন ঘোষ মহাশয় ।

৫। যুক্ত সংগ্রাম পরিষদের ডাকে ২১.১২.২০১৮ তারিখ কর্মচারীদের দাবী নিয়ে ওয়াই চ্যানেলে অবস্থান বিক্ষোভ ও রাজভবন অভিযানের কর্মসূচী নেওয়া হয়েছিল। সমিতি থেকে এই কর্মসূচীতেও যোগদান করা হয়েছিল । অবস্থান বিক্ষোভের পর JCA-র থেকে পাচজন সদস্য রাজ্যপালের সাথে সাক্ষাৎ করেন ও কর্মচারীদের দাবীগুলো তুলে ধরা হলে রাজ্যপাল DIH Category-তে যারা চাকরী পেতে পারেন তাদেরকে আবেদন করতে বলেন। Pay Committee নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করবেন বলে মত পোষন করেছিলেন। Health Scheme নিয়ে JCA-র সম্পাদককে আলাদা করে সবকিছু বিস্তারিতভাবে তুলে ধরে আলাদা চিঠি দিতে বলেছিলেন সাথে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন অনৈতিক কাজগুলো সম্পর্কে উনাকে অবহিত করতে বলেন ।

AIUEC ও সমিতির ভূমিকা :

১। ২৬-২৮ অক্টোবর ২০১৮ তারিখ হায়দ্রাবাদের PJTSAU তে AIUEC-র ১৩তম সর্বভারতীয় সন্মেলন অনুষ্ঠিত হয় । এই সন্মেলনে সারা দেশের বিশ্ববিদ্যালয় গুলো থেকে ৫০০ জন প্রতিনীধি অংশগ্রহন করেছিলেন । সমিতি থেকে এ সন্মেলনে প্রতিনীধিত্ব করেছিলেন শ্রী সুমন চ্যাটার্জী , শ্রী গৌতম সরকার , শ্রী হিরেন্দ্রনাথ বর্মন এবং শ্রী মনোতোষ ঘোষ মহাশয় । এই সন্মেলনে মুলত Uniform Pay Scale, Uniform Service Rule, Time Bound Promotion, শিক্ষা ব্যাবস্থায় বেসরকারীকরন এর বিরুদ্ধতা, EC ও Court এ কর্মচারী প্রতিনীধি রাখা প্রভৃতি দাবীগুলো নিয়ে আন্দোলনের রুপরেখা তৈরী হয়। সর্বশেষে National Executive Council-এ আমাদের সমিতির সম্পাদক শ্রী সুমন চ্যাটার্জীকে NEC Member হিসেবে নির্বাচিত করা হয় ।

২। AIUEC-র ডাকে Save Education Rally যা New Delhi -তে ১৯.০২.২০১৯ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে সমিতি থেকে ৬ জন যোগদান করেছিল ।

<u>উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতির সাংগঠনিক অবস্থান</u> -

বন্ধুগন, সমিতির বর্তমান নেতৃত্ব গত ০৮/০৮/২০১৮ তারিখে কার্যভার গ্রহন করেছেন। সমিতির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ২১০ জন। এযাবৎ মোট কার্যকরী সভা হয়েছে ১৩টি (১টি জরুরী),

সম্পাদকমন্ডলীর সভা এবং সম্পাদকমন্ডলীর বর্ধিত সভা ১১টি এবং সাধারণ সভা হয়েছে ২টি। বন্ধুগন সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য আমরা নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি। বর্তমান পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী সংগঠনকে দৃঢ় ও ঐক্যবদ্ধ রাখা সহ আজকের সমস্যাবলী সম্পর্কে সদস্য/সদস্যাদেরকে সজাগ সতর্ক থাকা প্রয়োজন। অর্ধশতাব্দীর অধিক সময় ধরে কোন রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় না থেকে কর্মচারীদের লড়াই আন্দোলনকে হাতিয়ার করে গঠিত উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতির অধিকার এবং ঐক্যকে খর্ব করার যে কোন প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করার জন্য সমিতির সমস্ত সদস্য/সদস্যাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।

সমিতির কাজের খতিয়ান : বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বস্তরের কর্মী, শিক্ষক, ছাত্র, গবেষক ও আধিকারিকদের ধন্যবাদ জানাই । যারা সমস্ত প্রতিকুলতা সত্তেও আমাদের সাথে আছেন ।

দীর্ঘ ৮ বছর যাবৎ বিভিন্ন প্রতিকুলতা সত্তেও আমরা সংগঠনটা ধরে রাখতে সামর্থ হয়েছি, শুধু মাত্র আপনাদের সহযোগীতার জন্য । এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। এতদেন বলপূর্বক আমাদের দূর্বল করার চেষ্ঠা করা হয়েছে রাজনৈতিক ভাবে । তা সত্তেও আমরা ৫৩ বছরের ঐতিহ্যবাহী সংগঠনের মাথা তুলে রাখতে সামর্থ হয়েছি । কারন সমিতির সকল সদস্যরা সব সময় সমিতির পাশে ছিলেন বলে ।

সমিতির এই কার্যকারি সদস্যরা দায়িত্ব গ্রহন করেন ৮ই আগস্ট ২০১৮ সালে । ২০১৮ সালের জুলাই মাসে সমিতির নির্বাচন হলেও সমিতির নতুন কার্যকারি সদস্যদের দায়িত্ব অর্পন করতে বিগত কার্যকারি সমিতি অনেকটাই সময় নেয়। বর্তমান সময়ে যে কাজগুলির প্রতি সমিতি দৃষ্টি দিয়েছে, সেগুলি হলো : -

১। সমিতির নতুন কার্যকারি সদস্যরা দায়িত্ব পাবার দিনই সমিতির কল্যান তহবিলের যে টাকা NBU Credit Co-operative- এ রাখা ছিল তা সমিতির কল্যান তহবিলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট-এ জমা করে । কারন রাজ্যের শাসকগোষ্ঠির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিরোধী সংগঠনটি আমাদের সমিতির এই কল্যান তহবিলের টাকা হস্তগত করবার জন্য পরিকল্পনা করেছিল । বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষ আমাদের সমিতির কল্যান তহবিলের যে টাকা অন্যায়ভাবে আটকে রেখেছে এবার সেই টাকা সমিতিকে ফেরৎ দেওয়ানোর দাবীর লক্ষ্যে আন্দোলনকে জোরদার করে গড়ে তুলতে হবে বলে সমিতি মনে করে ।

২। বিগত আগস্ট মাসে কেরলের বিধ্বংসী বন্যা কবলিত মানুষের সাহায্যার্থে সমিতি থেকে অর্থ সংগ্রহ করার পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছিল । পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির থেকে সংগৃহিত অর্থ কেরলের মুখ্যমন্ত্রীর তহবিলে পাঠানো হয় JCA-র পক্ষ্য থেকে । এই সাহায্যর পরিমান দুই লক্ষ্য টাকা । সমিতি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২৭,১৭২/- টাকা সংগ্রহ করেছিল এবং তা JCA-র মাধ্যমে দান করা হয় ।

৩। বিগত কর্মচারী সভা সমিতির কল্যান তহবিলের টাকা সমিতির কাজে খরচ করে ফেলেছিল এবং এই টাকা কি করে কল্যান তহবিলে ফেরৎ করা হবে তার সমাধান করার জন্য তিন সদস্যর কমিটি তৈরী করা হয় যাদের দায়িত্ব ছিল সমিতির বিগত সাধারন সম্পাদকের সাথে আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টির সমাধান করা। কিন্তু বিষয়টি এখনো অমিমাংসিত অবস্থায় আছে । সমিতিকে আজ এই বিষয়েও সিদ্ধান্ত নিতে হবে ।

৪। সমিতির সম্পর্কে বিরোধী সংগঠনের কতিপয় লোক কতৃপক্ষকে সাথে নিয়ে আমাদের সমিতি Registrar of Trade Union দ্বারা নিবন্ধিকৃত কিনা এ সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ছড়িয়ে দিতে শুরু করে যাতে সমিতি বিপদে পরে। সমিতির Trade Union Registration Certificate এর original copy সমিতির অফিসে পাওয়া যায়নি। বর্তমান কার্যকরি সমিতির সিদ্ধান্তক্রমে থানায় ওই শংসাপত্রের Missing Diary করা হয় এবং Registrar of Trade Union এর কাছ থেকে এই সার্টিফিকেটের নকল বিস্তর দৌড়ঝাপ করে বের করে আনা হয় এবং সমিতির অফিসের দেওয়ালে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। সাথে সাথে Trade Union Return (H Form), Registrar of Trade Union এর কাছে জমা করা হয়। সমিতি সিদ্ধান্ত গ্রহন করে যে প্রতিবছর জুলাই মাসের মধ্যে নিয়মিতভাবেই এই Trade Union Return জমা করার। বিরোধী সংগঠন যে ভাবে এই বিষয় নিয়ে আমাদের সমিতিকে আক্রমন করেছিল তা শক্তভাবেই কার্যকারি সমিতি প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়।

৫। বিগতদিনে বিশ্ববিদ্যালয়ে আধিকারিক নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি বের হলে সমিতি ঐ নিয়োগ রাজ্যসরকারি নির্দেশনামা মেনে আভ্যন্তরীন যোগ্য কর্মীদের থেকে করবার দাবী জানায়। এই নির্দেশনামা অনুযায়ী মোট Vacant Post (base)এর ৬০%এ, যোগ্য প্রার্থীদের প্রমোশন করার কথা বলা আছে। উপাচার্য মহাশয়কে বিষয়টি জানালে উনি নির্দেশনামার কপি সমিতিকে দিতে বলেন এবং বলেন যে নির্দেশনামা থাকলে উনি কাউকে deprive করবেন না। কিন্তু সমিতি বার বার নির্দেশনামা অনুযায়ী এই নিয়োগের দাবী করলেও সমিতির ন্যায্যদাবী না মেনে অন্যায়ভাবে বাইরে থেকে এই নিয়োগ করা হয় এবং মাত্র ৩ জন কর্মীকে আধিকারিক পদে নিয়োগ করেন যার মধ্যে দু'জন কর্মী আবার ৬০:৪০ নির্দেশনামা অনুযায়ী অযোগ্য। সমিতি বিষয়টি নিয়ে উপাচার্যকে দ্বিতীয়বার চিঠি দেয় এবং পরবর্তীতে সমিতির সাধারন সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সকল সদস্যদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে কয়েকটি দাবী এর সাথে যুক্ত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের Executive Council এর Chairman-কে চিঠি দেয় যাতে Executive Council -এ বিষয়টি আলোচনা হতে পারে। কিন্তু এখন পর্যন্ত সমিতির চিঠি বিশ্ববিদ্যালয়ের E.C. তে আলোচিত হয়নি। সমিতি মনে করে ইচ্ছাকৃতভাবেই এই নিয়োগ বাইরে থেকে করা হয়েছে এবং কতৃপক্ষের কিছু তল্পীবাহক কর্মীকে অন্যায়ভাবে এই আধিকারিক পদে নিয়োগ করা হয়েছে। এই বিষয়ে সাধারন

সভার মত অনুযায়ী পরবর্তী ধাপে জোরদারভাবে আন্দোলনকে সংগঠিত করতে হবে বলে কার্যকারি সমিতি মনে করে।

৬। বিগত AGM (2018) এ কল্যান তহবীলের হিসাব বিগত কার্যকারি বডি পেশ করতে পারেননি। AGM এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই কার্যকারি বডি কল্যান তহবীলের হিসাব তৈরী করে সাধারন সভাতে পেশ করে ও এর অনুমোদন করানো হয়। বিগত AGM-এর সিদ্ধান্ত মতোই সমিতির সমস্ত হিসাব Chartered Accountant কে দিয়ে Audit করানো হয়।

৭। এই সময়ের মধ্যেই সমিতির নিজস্ব PAN নম্বর সমিতির করে নিয়েছে। Chartered Accountant এর উপদেশ মতো সমিতির সাধারন সভার অনুমোদনে সমিতির Income Tax Return জমা করা হয়েছে। এখন থেকে প্রতি বছর সমিতিকে Income Tax Return ফাইল করার বিষয়েও উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে। ব্যাঙ্কের NBUEA ও NBUEAWF-র খাতে K.Y.C. এর ক্ষেত্রে সমিতির PAN নম্বর-ই ব্যাবহার করা হয়েছে।

৮। এই কার্যকারি সভার সদস্যরা সমিতির দায়িত্বভার গ্রহন করার পর বিগত সেপ্টেম্বর (২০১৮) মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের Purchase Committee Meeting এর পর জানতে পারেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ামক বিভাগকে Outsourcing করছে বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষ। সমিতির পক্ষ থেকে সাথে সাথে নিয়ামক বিভাগে কর্মরত সমিতির সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করা হলেও উনারা স্পষ্ট করে সমিতিকে কিছু জানাতে পারেননি। বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষ জুলাই (২০১৮) মাসে খুব চালাকীর সাথে নিয়ামক বিভাগে Automation করার বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল যা তৎকালীন সমিতির নেতৃত্বর নজর এড়িয়ে গিয়েছিল। সেই বিজ্ঞপ্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ামক দপ্তরের UG ও PG বিভাগের সমস্ত কাজগুলিকেই Outsourcing এর কথা বলা হয়েছিল। এই তথ্য সমিতির হাতে আসামাত্রই সমিতি এই Agency নিয়োগের বিরোধিতা করে উপাচার্য মহাশয়কে চিঠি দেয়। পূজার ছুটিতে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকবার সময় কতৃপক্ষ এই Agency নিয়োগের কাজ সম্পন্ন করে। কার্যকারি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমিতি এই Agency নিয়োগের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য সকল সমিতিগুলোকে (একটি ছাড়া) চিঠি দেয় যৌথ আন্দোলন করার বিষয়ে ; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো সমিতিই এই বিষয়ে কোনো ভূমিকা গ্রহন করে না। ফলতঃ, সমিতির সাধারন সভায় বিষয়টি রিপোর্টিং ও আলোচনা হয় যা বিতর্কের জন্ম দেয়। ইতিমধ্যে এই বিষয় সমিতির বিরোধী সংগঠনের সহমতে কতৃপক্ষ এই নিয়ামক বিভাগে Agency নিয়োগের কাজ সম্পন্ন করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রথম বাইরের কোনো Agency র অফিস তৈরী হয় যা আগামীদিনে কর্মচারীদের কাজের অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করবে। এই ক্ষেত্রে Dailywage, Contractual কর্মী যাদের উপর এই Outsourcing -এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ছে তাদের নিরবতা সমিতিকে অবাক করেছে। সমিতি ঐক্যবদ্ধভাবে এই Agency নিয়োগ আটকাতে ব্যর্থ হয়েছে কারন অন্যান্য সকল

Stake Holder রা সমিতির বিরোধিতা না করলেও (একটি সমিতি, Outsourcing এর পক্ষে মত পোষন করে, আমাদের সমিতিকে আক্রমন করেছে) পাশে এসে দাড়ায়নি। তবে সমিতিকে এই নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে যাতে নিয়ামক বিভাগকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়।

৯। Group-D থেকে Group-C Cadre-এ প্রমোশনের অনিময় নিয়ে সমিতি বার বার কতৃপক্ষকে চিঠি দিয়েছে। কতৃপক্ষ প্রমোশনের পরিবর্তে এই কর্মীবন্ধুদের নতুন নিয়োগ পত্র দিয়েছে এবং তাদের Pay-fixation এ যে প্রমোশনাল ইনক্রিমেন্ট পাবার কথা সেটিও দেয়নি। 50 point রোস্টারের পরিবর্তে 100 point রোস্টারে এই নিয়োগ দেখানো হয়েছে এবং তপসীল জাতির একজন কর্মীবন্ধুর প্রমোশন বেআইনিভাবে আটকানো হয়েছে। উপাচার্য মহাশয়ের সাথে আলোচনার পর উনি Finance Officer কে ডেকে increment দেবার মৌখিক আদেশ দেবার পরও এই increment তাদের দেওয়া হয়নি। পরবর্তীতে সমিতি আবার উপাচার্য মহাশয়ের সাথে সাক্ষাৎ করলে উনি জানান যে বিষয়টি সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। পরবর্তীতে সমিতি এই বিষয়ে আবার ডেপুটেশন দিলে নিবন্ধকার মহাশয় এই বিষয়ে সরকারকে পাঠানো চিঠিটির একটি Photocopy সাধারন সম্পাদককে দেন যে চিঠিতে উনি সরকারের কাছে জানতে চেয়েছেন পদোন্নতির সুযোগ ও পদোন্নতি সমার্থক কিনা। সমিতি মনে করে নিবন্ধকার মহাশয় পুরো বিষয়টি গুলিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন এবং সরকারি নির্দেশনামা না মেনে অন্যায়ভাবে কর্মীবন্ধুদের প্রমোশন না দিয়ে নতুন নিয়োগপত্র দিয়েছেন এবং তাদের প্রাপ্য increment দেননি। এই বিষয়টি নিয়েও আগামীতে সমিতিকে লড়াই করতে হবে। সমিতি দাবী রেখেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের E.C. সিদ্ধান্ত মত যোগ্য প্রার্থীদের Seniority-র ভিত্তিতে Promotion দিতে হবে। এবং এই Promotional Panel প্রকাশ করতে হবে।

১০। সমিতি কতৃপক্ষের কাছে সকল স্তরের কর্মীবন্ধুদের জন্য E-Service Book এর দাবী জানিয়েছে এবং কতৃপক্ষ এ বিষয়ে সহমত প্রকাশ করেছেন এবং E-Service Book চালু না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক কর্মচারীবন্ধুকে তার Service Book এর প্রত্যায়িত নকল কপি দেবার দাবী জানানো হয়েছে।

১১। জাতীয় স্তরের বিভিন্ন কেন্দ্রিয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশন গুলোর ডাকে ৮-ই জানুয়ারী (২০১৯) দু'দিন ব্যাপী সারা ভারত সাধারন ধর্মঘটের আহ্বানকে সমিতি সমর্থন করেছিল। তবে জোর করে সদস্যদের ধর্মঘটে সামিল সমিতি করেনি। রাজ্যসরকার কর্মীদের ভীতি প্রদর্শন করে অফিস করতে বাধ্য করেছিল, তৎসত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের সমিতির অনেক সদস্যই অনুপস্থিত ছিলেন।

১২। কিছু প্রমোশন ও CAS করা হলেও এখনো অনেক Cadre এর ক্ষেত্রেই প্রমোশন ও CAS বাকী আছে। সমিতির দায়িত্ব নিতে হবে এই প্রমোশন ও CAS গুলো করানোর জন্য।

১৩। Sub-Assistant Engineer দের anomalies নিয়ে সমিতি কতৃপক্ষকে বার বার চিঠি দিয়ে অনুরোধ করেছে বিষয়টি নিস্পত্তি করতে। কর্তৃপক্ষ বিষয়টি দেখবার আশ্বাস দিলেও এখন পর্যন্ত বিষয়টির নিস্পত্তি করা সম্ভব হয়নি। আগামীতে সমিতিকে এই বিষয়টির নিস্পত্তি করার দাবীতে আন্দোলন করতে হবে।

১৪। সমিতি ইতিমধ্যেই DIH এ যোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগের দাবী করেছে।

১৫। সমিতি পিওন পোস্ট-এ কর্মরত কর্মীদের জন্য জুতা ও মোজা দেবার দাবী কর্তৃপক্ষর কাছে করেছে।

১৬। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও আধিকারিকদের ফাঁকা পোস্টগুলিতে নিয়োগ করা হলেও কর্মচারী নিয়োগ ২০০৭ সালের পর থেকে এখন পর্যন্ত আর হয়নি। সমিতি দাবী জানিয়েছে সত্ত্বর এই নিয়োগ করার জন্য এবং নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন থেকে কর্মরত Daily Wage ও Contractual কর্মচারীদের অগ্রাধিকার দেবার জন্য।

১৭। সমিতির অফিস্ ঘর মেরামতের জন্য সমিতি কর্তৃপক্ষকে দাবী জানালে প্রায় ৩,৫০,০০০/- টাকা উপাচার্য মহাশয় মঞ্জুর করেছেন, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম / পদ্ধতি অনুযায়ী সমিতির অফিস্ ঘর মেরামতে ব্যাবহার হবে।

১৮। সমিতির দীর্ঘ দিনের দাবী অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ কর্মীবন্ধুদের অবসর গ্রহন করার দিনেই Gratuity এবং Leave Encashment এর টাকা প্রদান করা শুরু করেছেন। সমিতি কর্তৃপক্ষের কাছে দাবী রেখেছে যে অবসর গ্রহনের পরের মাস থেকেই পেনশন চালু করতে হবে।

১৯। বেশ কিছু কর্মীবন্ধু যারা ROPA -তে অন্তর্ভূক্ত ছিলেন উনাদের পে-ফিক্সেশনগুলো করানো হয়েছে।

অস্থায়ী ও চুক্তি ভিত্তিক কর্মীদের জন্য সমিতির ভাবনা : বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত শুন্য পদে লোক নিয়োগ করার দাবী সমিতি করে চলেছে এবং এই দাবীর সর্মথনে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মরত অস্থায়ী ও চুক্তি ভিত্তিক কর্মচারী যারা দীর্ঘদিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করে চলেছেন তাদের গুরুত্ব দিয়ে নিয়োগ করতে হবে, সমিতি এই দাবীকে সামনে রেখে বিগত দিনে দলমত নির্বিশেষে সবার স্বাক্ষর সংগ্রহ করে উপাচার্য মাহাশয়কে ডেপুটেশন দেয় । এই অস্থায়ী ও চুক্তি ভিত্তিক কর্মচারীদের স্থায়ী নিয়োগ যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক দাবী হয় তার জন্য সমিতি সচেষ্ট থেকেছে এবং আগামীতেও থাকবে। এরই সাথে যতদিন না পর্যন্ত এই অস্থায়ী কর্মচারীদের স্থায়ীকরন করা হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত উনাদের অবসর গ্রহন করার সময়ে উনাদেরও সম্বর্ধিত করা এবং এককালীন নূন্যতম দু’লক্ষ টাকা দেবার দাবী সমিতি কর্তৃপক্ষের কাছে করতে চলেছে।

বিভিন্ন Sub-Committee-র কাজের খতিয়ান :

১। বিগত এক বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সমস্ত কর্মচারী তাদের চাকুরী জীবন থেকে অবসর গ্রহন করেছেন, Farewell Sub Committee-র সহায়তায় সমিতির পক্ষ্য থেকে সেই সকল অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের প্রাক-অবসর সংর্বধনা জানানো হয়েছে। সমিতির পক্ষ্য থেকে আমরা কামনা করছি তারা যেন সুস্থ থাকেন এবং তাদের সকলের অবসরকালীন জীবন যেন আনন্দময় হয় ।

২। Indoor Sub-Committee- র সহায়তায় সমিতির পক্ষ্য থেকে মহিলা ও পুরুষদের নিয়ে ক্যারম প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয় এবং পুরুষদের জন্য ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয়।

৩। Cricket Sub-Committee- র সহায়তায় সমিতির পক্ষ্য থেকে আন্ত: বিভাগীয় ক্রিকেট প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয় ।

৪। Volley Ball Sub-Committee- র সহায়তায় সমিতির পক্ষ্য থেকে আন্ত: বিভাগীয় ভলিবল প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয় ।

৫। Sports Advisory Committee-র সহায়তায় সমিতির পক্ষ্য থেকে প্রতি বছরের মত স্থায়ী কর্মী, অস্থায়ী কর্মী, চুক্তিভিত্তিক কর্মী, শিক্ষক, আধিকারিক ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের নিয়ে একটি Sports -র আয়োজন করা হয় । বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব স্তরে একটি ব্যাপক সাড়া পরে। এই Sports-র এর উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য শ্রী সুবীরেশ ভট্টাচার্য মহাশয় ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় নিবন্ধকার শ্রী দিলীপ কুমার সরকার মহাশয় ।

৬। প্রতি বছরের মতো এই বছরও সমিতির পক্ষ্য থেকে মে দিবস, স্বাধীনতা দিবস, নেতাজী জন্মজয়ন্তী, প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করা হয় ।

৭। আমাদের সমিতির যে Website আছে তা Website Sub-Committee-র সহায়তায় সমিতির পক্ষ্য থেকে Renewal করা হয় ।

সমিতির আগামী দিনের দাবী সমূহ ঃ-

১) NBUEA Welfare এর আটকানো টাকা অবিলম্বে সমিতিকে ফেরৎ দিতে হবে।

২) অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় কর্মীদের বেতন সংশোধনের জন্য পে কমিটি ঘোষনা করতে হবে।

৩) অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে সমস্ত শূন্যপদে কর্মী নিয়োগ করতে হবে এবং এই নিয়োগে কর্মরত অস্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের গুরুত্ব দিতে হবে।

৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতিতে কর্মচারী প্রতিনিধি রাখতে হবে ।

৫) অবিলম্বে কমপেসনেট গ্রাউন্ডে যোগ্য কর্মীদের স্থায়ী পদে নিয়োগ করতে হবে ।

৬) বিশ্ববিদ্যালয়ের court- এ অবিলম্বে কর্মচারী প্রতিনিধি নির্বাচন করতে হবে ।

৭) সমকাজে সমবেতনের ব্যাবস্থা করতে হবে।

৮) যে সমস্ত কর্মীদের দিয়ে xerox করানো হয় তাদের প্রতিদিনের ভাতা ৮ টাকার পরিবর্তে ১৫টাকা করতে হবে ।

৯) বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের জন্য শিলিগুড়ি থেকে বাসের ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

১০) রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ন্যায় Health Scheme চালু করতে হবে ।

১১) অবিলম্বে CAS-এর ক্ষেত্রে ৮:১৬:২৫ চালু করতে হবে ।

১২) সুনির্দিষ্ট Transfer Policy চালু করতে হবে ।

১৩) কর্মচারীদের নতুন কোয়ার্টারের ব্যবস্থা করতে হবে ।

১৪) মহিলাদের জন্য একটি কমন রুম-এর ব্যবস্থা করতে হবে ।

১৫) Annex Building এর ঘরগুলিতে গরমকালে যাতে গরম কম হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে ।

১৬) সমস্ত প্রশাসনিক ও অধ্যয়ন বিভাগের সামনে সাইকেল/বাইসাইকেল স্ট্যান্ড তৈরী করতে হবে ।

১৭) হেলথ সেন্টারকে আরও আধুনিকিকরন করতে হবে ।

১৮) সাফাই কর্মীদের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় হেড সুইপার পদ তৈরী করে কর্মীদের উন্নতি করা এবং ল্যাব অ্যাটেনডেন্ট-দের ১ নং থেকে ২ নং স্কেলে উন্নীত করতে হবে ।

১৯) কর্মচারীদের অবসর গ্রহনের পরের মাস থেকেই পেনশন চালু করতে হবে।

২০) সাফাই কর্মীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

২১) সাফাই কর্মী বন্ধুদের জন্য Hazardous Allowance এর ব্যাবস্থা করতে হবে।

২২) অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে SBI -তে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের জন্য একটি আলাদা কাউন্টার তৈরী করানোর ব্যাবস্থা ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে দিয়ে করানোর দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে নিতে হবে যাতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারীগন কম সময়ে ব্যাঙ্ক-এর কাজ করতে পারেন।

২৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের ২-নং গেটে সব বাসকে থামানোর ব্যাবস্থা করানো এবং সেখানে একটি ট্রাফিক পোস্ট চালু করানোর দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে নিতে হবে।

উপরোক্ত দাবীগুলি সমিতির ২৮/০৫/২০১৯ তারিখের কার্যকরী সভায় সিদ্ধান্ত হয়।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন ঃ-

ক) হিসাব পরীক্ষকগণকে সমিতির আয় ব্যয়ের হিসাব ঠিক সময়মত সুষ্ঠুভাবে সমপন্ন করে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

খ) কল্যাণ তহবীল সহ অন্যান্য উপসমিতির আহ্বায়ক ও অন্যান্য সদস্য/ সদস্যাদেরকে তাদের নিরলস পরিশ্রমের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

গ) শ্রদ্ধেয় উপাচার্য্য মহাশয়, মাননীয় নিবন্ধকার মহাশয়গণ ও অন্যান্য শিক্ষক ও আধিকারিক মহাশয়রা যারা আমাদেরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

ঘ) সমিতির সংবাদ পরিবেশন করবার জন্য সংবাদ মাধ্যমগুলিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

ঙ) সমিতির কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য সমিতির সকল কার্যকরী সদস্য / সদস্যাদের এবং যে সকল উপসমিতি গঠন করা হয়েছে তার আহ্বায়ক ও সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

চ) সকল সদস্য/ সদস্যা যাদের সাহায্যে সমিতি এগিয়ে চলছে এবং সমিতির শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে ও বলিষ্ঠ হয়েছে এবং সমিতির অরাজনৈতিক ঐতিহ্যকে অক্ষুন্ন রাখা গেছে তাদেরকে প্রত্যেককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

বন্ধুগণ, সাংগঠনিক কার্যকলাপ ও আন্দোলন প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা রাখা হল। সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার মাধ্যমে এই প্রতিবেদন সমৃদ্ধ হবে এ আশা রাখি।

সংগ্রামী অভিনন্দনসহ -

কার্যকারি সদস্য/সদস্যাদের পক্ষে
সুমন চ্যাটার্জী
সাধারন সম্পাদক
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতি